গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি’র অভিষেক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো: আবুল কাসেম বলেন, শিক্ষকদের শতভাগ বিভাগীয় পদন্নোতিসহ প্রধান শিক্ষকদের নবম এবং সহকারি শিক্ষকদের দশম গ্রেডের দাবি শিক্ষক সমাজের। এই দাবির বাস্তবতা বিবেচনা করে সরকার শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে বলে শিক্ষক সমাজের প্রত্যাশা বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাংনী উপজেলা শাখার নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আজ শনিবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে নবনির্বাচিত ”গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি” উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি মো: সাহাব উদ্দীনের (সদ্য অবসরপ্রাপ্ত) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অভিষেক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো: মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন, সিনিয়র সহসভাপতি মো: লিয়াকত আলী খান, সিনিয়র সহ-সভাপতি মাসুদুল করিম, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান গগন, মো: কামরুজ্জামান চৌধুরী লিটন, বরিশাল বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মিডিয়া সম্পাদক সালমান আজিম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুল, সাধারণ সম্পাদক সাদিকুর রহমান।

বেতবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক রোকনুজ্জামান পলাশ ও হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক মোছা: লাবনী খাতুনের উপস্থাপনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল, সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদ, এবাদতখানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও গাংনী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সিনিয়র সহসভাপতি কাওছার আলী, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখার সভাপতি শফিকুল

ইসলাম মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক মীর সাদিক ওয়াহিদ নিয়ন ।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন অভিষেক অনুষ্ঠানের সভাপতি সাহাব উদ্দীন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা আদায়ের লক্ষে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কাজ করছে উল্লেখ করে প্রধান অতিথি আরও বলেন, বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কাঠামো যায়না। আমরা সেই অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছি। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি নেতৃত্ব তৈরীর কারখানা। এখানে নতুন নতুন নেতৃত্ব তৈরী করা হয়। একটি মহল অবৈধ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্য বিভ্রান্ত ও অপপ্রচার চালিয়ে অনেকগুলো সমিতি তৈরী করেছেন। এগুলো থেকে শিক্ষকদের সর্তক থাকতে হবে।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে এই বৈষম্য দুরিকরনে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢেলে সাজাতে সকল ধরনের প্রস্তাবনা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে অন্তবর্তি সরকারের গঠিত শিক্ষা কমিশনকে দেওয়া হয়েছে।

প্রধান অতিথি বলেন, শিক্ষকদের মাঠ পর্যায় থেকে কর্মসূচি শুরু করতে হবে। যা পরবর্তিতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে চুড়ান্ত আন্দোলন করা হবে। আগামি রবিবার থেকে আমরা বিদ্যালয় পর্যায়ে কালো ব্যাজ ধারণ করবো। এবং বৃহস্পতিবার এক দফা দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে আবেদন নিজ নিজ ফেসবুকে পোষ্ট করা হবে।

অভিষেক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন বলেন, সরকারকে বিব্রত করে নয়, বিগত সরকার আমাদের উপর যে বৈষম্য করেছে সেগুলো অন্তবর্তি সরকারের কাছে আমরা তুলে ধরবো।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করতে হবে। কোনো বিদ্যালয়ে ৫০ শিক্ষার্থী না থাকলে সরকার বিদ্যালয় বন্ধের চিন্তা করছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী না থাকলে শিক্ষকতাই তো থাকবেনা।

তিনি বলেন, আমাদের বুঝতে হবে অন্তবর্তিকালীন সরকারের কতটুকু কার্যক্ষমতা আছে। কৌশল অবলম্বন করে সরকারের সাথে আলোচনা চালিয়ে দাবি আদায় করতে হবে। তাই, মানববন্ধন আর রাস্তায় দাঁড়ালে দাবি আদায় হবেনা। মাঠ পর্যায়ে পিটিআই বা যেখানে সেখানে দাড়িয়ে আন্দোলন সফল হবেনা। দাবিও আদায় হবেনা। তবে এটারও দরকার আছে যোগ করেন তিনি।

অভিষেক অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাব, মেহেরপুরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি

ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) সকাল থেকে মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়। বিকেলের দিকে বৃষ্টি বাড়লেও প্রায় ঘন্টাখানেক পর আবারও শুরু হয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি।

এদিকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জেলার গাংনী উপজেলার বামন্দী, এলাঙ্গী, কাজিপুর, মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন কয়েক দফা বৃষ্টি হয়েছে। এখনও অব্যহত রয়েছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। সাথে বইছে হালকা ঠান্ডা হাওয়া।

সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা রয়েছে। মাঝে মাঝে হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টিপাত বেড়েছে।

এদিকে দিনভর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণ ঘরের বাইরে খুব একচা বের হচ্ছেনা।

স্ত্রী হত্যা মামলায় ঘাতক স্বামীকে গ্রেফতার করলো

র্যাব-১২ মেহেরপুর ক্যাম্প

যৌতুকের দাবিতে নিজ স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা মামলার প্রধান আসামি স্বামী রাসেল ইসলাম (২৫) কে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। রাসেল ইসলাম চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার রোয়াকুলি গ্রামের বাসিন্দা।

গতকাল বুধবার (২৩ অক্টোবর) দিবাগত রাতে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন সেন্টার (সিপিসি-৩) মেহেরপুর ক্যাম্প ও র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১০) ফরিদপুর ক্যাম্প যৌথ অভিযান চালিয়ে ফরিদপুরের মুন্সিবাড়ি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) বিকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-১২ এর মেহেরপুর সিপিস-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) আশরাফউল্লাহ।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর রেললাইনে মরদেহ ফেলে রাখার অভিযোগে রাসেল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি জানান, আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুর এলাকার শীলা খাতুন (২০) ও বোয়াকুলী গ্রামের রাসেল ইসলামের প্রায় চার বছর আগে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে যৌতুকের দাবিতে বিভিন্নভাবে স্বামীর পরিবার শীলাকে অত্যাচার করত।

গত ২১ অক্টোবর রাসেলের সঙ্গে শীলার কথা কাটাকাটি হয়। এর জেরে রাসেল তার স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা করে রাতে মরদেহ মুন্সিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় রেললাইনের ওপর ফেলে পালিয়ে যান।

সকালে রেললাইনে রক্তাক্ত মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন স্থানীয় লোকজন। পরে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ তখন জানায়, নিহতের শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, কুপিয়ে হত্যার পর মরদেহ রেললাইনে ফেলে রাখা হয়। এ ঘটনায় শীলার ভাই বাদী হয়ে পোড়াদহ রেলওয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার পর র্যাব অভিযানে নামে। তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্যে রাসেলের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে ফরিদপুরের মুন্সিবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় র্যাব। সেখান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রাসেলকে।

র্যাব-১২ এর মেহেরপুর সিপিস-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার) আশরাফউল্লাহ জানান, র্যাব-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর ও র্যাব-১০, সিপিসি-৩, ফরিদপুরের যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে পোড়াদহ রেলওয়ে থানায় হস্তান্তর করা হয়।

গাংনীতে পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

পুকুরের পানিতে ডুবে হুসাইন আহমেদ (৩) নামের এক শিশু মারা গেছে। নিহত তালহা হুসাইন গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামের উজ্জ্বল হোসেনের ছেলে। বাবা মায়ের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় সে মায়ের সাথে নানা বাড়ি এলাঙ্গী গ্রামে থাকতো।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে তার নানা বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দিন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত হুসাইনের মা নুপুর খাতুন জানান, আমি রান্না করছিলাম। এক এসময় হুসাইন খেলতে খেলতে বাড়ির বাইরে চলে যায়। বাড়ির পাশেই পুকুরে পড়ে মারা যায় সে। আমি তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখি,পুকুরে ভাসছে। তাঁকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনীতে আবারও ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে বোমা, কাফড়ের কাপড় ও সাবান উদ্ধার

আবারও ব্যবসায়ীর বাড়িতে হাতবোমা, কাফনের কাপড়, সাবান ও আগরবাতি রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার (২২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে গাংনী উপজেলার কড়ইগাছি গ্রামের ব্যবসায়ী সুমন আলীর বাড়ির হেসেল ঘরের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

এনিয়ে গত এক মাসে গাংনী উপজেলার পৃথক তিনটি স্থানে হাতবোমা, কাফনের কাপড় ও চিরকুট রেখে গেছে।

গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, বাড়ির মালিকের ফোন কল পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। এতে লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাতবোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুটি শাবান ও আগরবাতি উদ্ধার করা হয়। গৃহকর্তা সুমনের বাড়ির হেসেল ঘরের চুলার পাশে এগুলো রেখেছিল দূবৃর্ত্তরা। বোমা দুটি উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে।

গৃহকর্তা সুমন আলী জানান, সকালের আমার স্ত্রী রান্না করতে গিয়ে এগুলো দেখে জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। পরে এলাঙ্গী পুলিশ ক্যাম্পে খবর দিলে পুলিশ এসে এগুলো উদ্ধার করেন। তিনি বলেন, আমাকে ভয়ভীতি দেখানোর জন্য বা কাউকে ফাঁসানোর জন্য হয়তো দূর্বৃত্তরা একাজ করেছে।

সুমন আলী আরও জানান, কয়েকদিন আগে গ্রামের মামা সম্পর্কের ইকবার আলী, মিয়াজান আলী আমাকে গ্রাম থেকে ৫/৬ মাসের মত চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তার আগে ৬ আগষ্ট কড়ইগাছি বাজারে আমার জুদ সেন্ডেল ও কাপড়ের দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন বলেন, লাল কসটেপ মোড়ানো দুটি হাত বোমা, এক টুকরো কাফনের কাপড়, দুইটি সাবান, আগরবাতি উদ্ধার করা হয়েছে। কাউকে ফাঁসানোর জন্য নাকি হুমকী

দেওয়ার জন্য এগুলো রেখে গেছে পুলিশ তদন্ত করছে। এঘটনায় মামলা হবে।

গাংনীতে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন দোকান অপসারণে সরেজমিনে তদন্ত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন (মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার) দোকান ঘর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করেছে জেলা প্রশাসক গঠিত ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা।

আজ সোমবার (২১ অক্টোবর) দুপুরে গাংনী বাসস্ট্যান্ডে এসবি কাউন্টারের সামনে স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন তদন্তকারী দলের সদস্যরা। এসময় সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় জড়ে হয় ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। তদন্ত কমিটির কাছে জনগনের চাওয়া ও দাবীকে গুরুত্বের সাথে দেখে অপসারণ কাজ দ্রত বাস্তবায়ন চান উপস্থিতিরা।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন গাংনী পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।

গাংনী বাজার দারুচ্ছালাম মসজিদ কমিটির সভাপতি হাজী মোঃ মহসিনের সভাপতিত্বে তদন্ত কমিটির আহবায়ক মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ও স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক এবং মেহেরপুর পৌরসভার প্রশাসক মোঃ শামীম হোসেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তদন্ত কমিটির প্রধান বলেন, আমি আসার সময় দেখেছি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গাংনী বাজারের প্রত্যেকটা দোকানদার তাদের দোকান বন্ধ করে এখানে অবস্থান নিয়েছেন। এটাকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং আমার ভালো লেগেছে। সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। এই যে একতা

এটাকে সকলে মিলে ধরে রাখবেন। একটা ভালো কাজের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জনগণ সকলে মিলে এক হওয়া এটা অনেক ভালো। জনতার যে দাবি সকলে একত্রিত থাকলে সেই দাবি বাস্তবায়িত হয়। দুশ্চিন্তার কোন কিছু নেই। জনগনের দাবীর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্য তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হবে।

পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও গাংনী পৌর প্রশাসক প্রীতম সাহা, গাংনী বাজারের এস এম প্লাজার স্বত্বাধিকারী রবিউল ইসলাম, সাংবাদিক তোফায়েল হোসেন, গাংনী বাজার কমিটির সাবেক সভাপতি মাহবুবুল ইসলাম স্বপন।

পরে তদন্ত কমিটির সদসরা সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

তদন্ত কমিটির সামনে গাংনী বাজারের ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা বাসস্ট্যান্ডে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন যাত্রী ছাউনি ও সংলগ্ন মেসার্স আব্দুল মালেক ফল ভাণ্ডার অপসারণের জোর দাবী জানান।

তদন্ত কমিটিতে মেহেরপুরের সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদের সহকারি প্রকৌশলী উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর- কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ডে হাটবোয়ালীয়া সড়কের সংযোগ স্থলে যাত্রী ছাউনি ও তৎসংলগ্ন আব্দুল মালেক ফল ভান্ডার অপসারণে দাবীতে গত ২৪/০৯/২০২৪ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক,সড়ক ও জানপদ বিভাগ, জেলা পরিষদ, মেহেরপুর জেলায় দায়িত্বরত সেনাবাহিনী বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন স্থানীয়রা। উক্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী জনগুরুক্তপুর্ণ বিষয়টি বিবেচনা করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটিকে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশনা দেন জেলা প্রশাসক।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জানা যায়, মড়কা জাগরণ কলেজ থেকে এ বছর ৫ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে কেউই পাস করতে পারেনি। এর আগে, ২০২২ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে ৭ জন অংশ নিয়ে ৩ জন, ২০২২ সালে ৬ জন পরীক্ষা দিয়ে ২ জন এবং ২০২১ সালে ১৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কেউই পাস করতে পারেনি।

কোন পরীক্ষার্থী পাস না করা এবং প্রতিবার এতো কম সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে বক্তব্য জানার জন্য কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুস সালামের মোবাইলে একাধিকবার কল করে তাকে কলেজের আসার অনুরোধ করা হলেও তিনি প্রথমে জানান গ্রামের বাড়ি জুগিরগোফাতে আছেন। পরে তার গ্রামে গিয়ে ফোন দিলে তিনি জানান এইমাত্র মেহেরপুর শহরে এসেছেন।

তবে, তিনি আমার কলেজের একাদশ শ্রেনীতে ৫২ জন ও দ্বাদশ শ্রেনীতে ৬২ জন ছাত্র ছাত্রী ভর্তি রয়েছেন। নিয়মিত ক্লাশ করানো হয়। এতো ছাত্র ছাত্রী অধ্যায়নরত থাকলেও পরীক্ষায় অংশ নেন ৫ জন, ৭ জন, ৬ কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, কলেজের ভর্তি হলেও শেষ অবধি লেখাপড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

গত বৃহস্পতিবার বিকালে কলেজে গিয়ে দেখা গেছে, কলেজটি বন্ধ। কলেজের বিল্ডীং আঙিনায় ময়লার স্তুপ। কক্ষগুলো বহুদিন না খোলার কারণে শ্রেনীকক্ষে ময়লা জমে রয়েছে।

এলাকার কিছু যুবক কলেজ মাঠটিতে ফুটবল খেলা করছেন। তাদের সাথে কথা হয় প্রতিবেদকের। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই যুবকরা জানান, কলেজটি শুরুর দিকে প্রচুর শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে কলেজটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীরাও নেই কলেজও খোলা থাকেনা। কয়েকজন শিক্ষক মাঝে মধ্যে এসে কলেজ খুলে কিছু সময় কাটিয়ে চলে যান।

জানা গেছে, ২০০১ সালে মড়কা জাগরণ কলেজটি স্থাপিত হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন রোকনুজ্জামান টিপু। শুরুর দিকে কলেজটি জাঁকজমকভাবে শুরু হয়। প্রচুর পরিমাণ ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়। কয়েক বছর যেতে না যেতেই শুরু হয় একটি মহলের ষড়যন্ত্র। কলেজের অধ্যক্ষ রোকনুজ্জামান টিপু ছাত্র শিবিরের রাজনীতি করার কারণে তাকে ষড়যন্ত্র করে বের করে দেন। তারপর থেকেই কলেজের অবস্থা লেজে গোবরে হয়ে পড়ে। এখানে কোনো ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়না। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে এখানে ক্লাসও হয়না। এখানে কিছু ছাত্র ছাত্রী ভর্তি দেখানো হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে,

১৫ জন পাশ করেছে। এখানেও ফেল করেছে মাত্র ১ জন শিক্ষার্থী। পাশের শতকরা হার ৯৩.৭৫ জন। মানিকদিয়া ১১ পাড়া আলীম মাদ্রাসা থেকে ১৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাশ করেছে ১৫ জন। এখানে অকৃতকার্য হয়েছে ৩ শিক্ষার্থী। পাশের শতকরা হার ৮৩.৩৩ শতাংশ।

গাংনীতে গাঁজাসহ যুবক আটক

২ কেজি গাঁজাসহ লিখন আলী (২২) নামের এক যুবককে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে গাংনী উপজেলার কাথুলি বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটক লিখন আলী কাথুলি গ্রামের মো: আনসার আলীর ছেলে।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মেজবাহ উদ্দীন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে একজন মাদক ব্যবসায়ী কাথুলি বাজারে অবস্থান করছেন এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জীব কুমার পালের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালান। কাথুলি বাজারের জনৈক খেজমত আলীর মিষ্টির দোকানের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়। এসময় তার ব্যাগের মধ্যে থেকে দুটি প্যাকেটজাত গাঁজার পুটলা উদ্ধার করা হয়।

গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে আগামীকাল শনিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

গাংনীতে জামায়াতের বাছাইকৃত

কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

গাংনীতে পৌর জামায়াতের উদ্যোগে বাছাইকৃত কর্মীদের নিয়ে দিনব্যাপি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) চৌগাছা দারুল এয়াতিম হলরুমে এই শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, নায়েবে আমির মোঃ মাহবুবুর রহমান, মেহেরপুর সদর আমির মাহমুদ সোহেল রানা, জেলা মসজিদ মিশনের সভাপতি মাওলানা আব্দুল মজিদ, গাংনী পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ আহসানুল হক ও সহকারী সেক্রেটারি ওয়েস কুরুনী জামিল।

গাংনী পৌর জামায়াতের বাছাইকৃত কর্মীরা দিন ব্যাপি শিক্ষা শিবিরে অংশ নেন। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত এই শিক্ষা শিবির চলে।